তারিখ 11 APR 2003
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ভোরের কাগজ

২৬২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি হারাচ্ছে

দেশের ৫টি মেডিকেল কলেজের ১৪শ কর্মকর্তা-কর্মচারী ৭ মাস বেতন পান না

ফরিদপুর থেকে অভিজিৎ রায় : খুলনা, বগুড়া, কুমিল্লা, দিনাজপুর ও ফরিদপুর-দেশের এই ৫টি মেডিকেল কলেজের মোট ১ হাজার ৩৯৫ জন এবং খুলনা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের ৩৩ জনসহ ১ হাজার ৪২৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী গত ৭ মাস ধরে বেতন-ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। শুধুমাত্র বেতন-ভাতা না পাওয়াই নয়, ৫টি মেডিকেল কলেজের ২৬২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি হারাতে বসেছে।

এ ছাড়া সংস্থাপন মন্ত্রণালয় মেডিকেল কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে না নিয়ে দৈনিক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সুপারিশ করে। এর ফলে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা প্রাপ্ত সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। ২৬২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরিচ্যুতির জন্য এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দৈনিক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ করায় মেডিকেল কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কর্মচারীরা আন্দোলনে নেমেছে। এর অংশ হিসেবে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা গত বুধবার ফরিদপুর শহরে মিছিল-সমাবেশও করেছে। তারা জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, সরকার ১৯৯২ সালে এই ৫টি মেডিকেল কলেজ ও খুলনা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য ৫ বছরমেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করে এবং মেডিকেল কলেজে ১১৭ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা-শিক্ষকের মধ্যে ১০৯ জন শিক্ষক এবং কর্মকর্তা ৮ জন, ৪৩টি তৃতীয় শ্রেণীর পদে এবং ১১৮টি চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। '৯৬ সালে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়। ২০০০ সালের পর এই ৫টি মেডিকেল কলেজ ও খুলনা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

(শেষ-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

দেশের ৫টি মেডিকেল কলেজের ১৪শ

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্পটির জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় গত বছরের ২১ অক্টোবর মাসে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রথম সভায় ৫টি মেডিকেল কলেজে এবং খুলনা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে মোট ১ হাজার ৪২৮টি পদের মধ্যে ১ হাজার ১১০টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করে। এই বছরের গত ১৭ ফেব্রুয়ারি আরো একটি সভায় তারা ১ হাজার ১১০টি পদের সঙ্গে আরো ৫৬টি পদ রাজস্ব খাতে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করে এবং এই পদগুলোর ২৬টি পদ বাদ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে। এই ২৬২ জনের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ১৫টি পদ (সহকারী অধ্যাপক ৫ জন, সহযোগী অধ্যাপক ৫ জন এবং প্রভাষক ৫ জন), তৃতীয় শ্রেণীর ১৫টি পদ (অফিস সহকারী) এবং চতুর্থ শ্রেণীর ২৩০টি পদ এবং খুলনা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের দুটি পদ রয়েছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক (১) সম-৫/৫(২)-১৮/২০০২-২২৯ তারিখ ২১.১০.২০০২ইং এবং (২)সম/টিম-৫(২) ২০০২-৬ তারিখ ১৮.০৩.২০০৩ ইং মোতাবেক উপরোক্ত তথ্য জানা যায়।

উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে নেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায় এই ৫টি মেডিকেল কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং কলেজের উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই থোক বরাদ্দ এখনো মঞ্জুর না হওয়ায় এই ৫টি মেডিকেল কলেজের ১ হাজার ৪২৮ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী গত অক্টোবর মাস থেকে কোনো বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। তারা গত দুটি ঈদে বোনাসও পাননি। বর্তমানে বেতন-ভাতা না পাওয়ার পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে চাকরি হারানোর আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রতিটি মেডিকেলের প্রথম শ্রেণীর ৩টি পদ, তৃতীয় শ্রেণীর ৩টি পদ, চতুর্থ শ্রেণীর ৩১টি পদ, আয়ার ৪টি পদ, কুক-মশালচির ২টি পদ, নিরাপত্তা প্রহরীর ৫টি পদ, মালির ২টি পদ ও মেসেঞ্জারের ২টি পদ বাদ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে।

এ ব্যাপারে খুলনা মেডিকেল কলেজ কর্মচারী সমিতির সভাপতি আজিজুর রহমান বলেন, আমরা গত ৭ মাস যাবৎ বেতন-ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছি। এর ওপর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে আমাদের ২৬২ জন কর্মচারী চাকরিচ্যুত হতে চলেছে। এটা সম্পূর্ণ অন্যায় সিদ্ধান্ত। একজন কর্মচারী ৮-১০ বছর ধরে চাকরি করছে। বর্তমানে তার সরকারি চাকরির বয়স নেই। চাকরি হারালে পরিবার নিয়ে তাদের ভিক্ষা করতে হবে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সুপারিশ করেছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হলে এই দরিদ্র কর্মচারীরা পেনশন, গ্র্যাচুইটি, বোনাস, টাইম স্কেল, ইনক্রিমেন্টসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি আরো বলেন, এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আমরা ৫টি মেডিকেল কলেজের কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করেছি। খুলনা মেডিকেল কলেজে আমরা প্রতিদিন মিছিল-সমাবেশ করছি। গত ২৮ মার্চ সংবাদ সম্মেলন করেছি খুলনা প্রেসক্লাবে। দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের কর্মচারীরাও মিছিল-সমাবেশ করছে।

ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মিজানুর রহমান বলেন, গত ৭ মাস ধরে তারা বেতন পান না। স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা কুমিল্লায় থাকে। বেতন না পাওয়ায় বাবা-মা, ছেলেমেয়েরা না খেয়ে আছে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মোঃ আসলাম মোল্লা বললেন, গত ১০ বছর ধরে চাকরি করছি। এখন শুনছি চাকরি থাকবে না। চাকরি চলে গেলে আত্মহত্যা করতে হবে।

এরকম অবস্থায় ফরিদপুরের কর্মচারীরা ৫ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলন করেছে, ৯ এপ্রিল তারা মিছিল-সমাবেশ করেছে। তাদের এই আন্দোলন অবিরাম চলবে বলে তারা বলেছেন।

এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন গত ১৮-১১-২০০২ তারিখে (স্মারক নং স্বাপকম/ডিও/২০০২/৫০) এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিব মোঃ ফজলুর রহমান গত ২৭-১১-২০০২ তারিখে (স্মারক নং-ডি-৩নং প্রবা-১/রাজস্ব-২/২০০০ (অংশ-১)/৪২৯) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব আনোয়ারুল বারী চৌধুরী চিঠি দিয়ে এই ২৬২টি পদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাদ না দেওয়ার এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

জানা গেছে, এই সিদ্ধান্ত বাতিল এবং ৭ মাস ধরে বেতন না পাওয়ার প্রতিবাদে শিক্ষকরাও আন্দোলনে নামছে। মঙ্গলবার সকালে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে শিক্ষক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা থেকে তারা আন্দোলন শুরুর ঘোষণা দেন।